দৈনিক বাংলা

বোর্ডের বই ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছে

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

বোর্ডের পাঠ্য বইয়ের সেটের সঙ্গে নোট বইয়ের সেট না নিলে প্রায় কোন দোকানেই বই কেনা যাচ্ছে না। বোর্ডের নির্বাচিত এজেন্টদের অধিকাংশের কাছেই কোন বই নেই। পাঠ্যবই নোটসহ দেদার বিক্রি হচ্ছে বোর্ডের নির্বাচিত এজেন্ট নয় এমন সব বইয়ের দোকানে। এমনকি বাংলা বাজারে ফুটপাতের বইয়ের দোকানেও বোর্ডের বই বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে এবং নোটসহ।

গত বছরের চাঁপাইনা ভর্তীর শ্রেণীর বইয়ের সেট বাজারে বিক্রি হচ্ছে তিরিশ পঁয়তিরিশ টাকায়। অথচ এসব বইয়ের নির্ধারিত মূল্য ১৮ টাকা ২৫ পয়সা।

বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গত ১৫ই জানুয়ারী থেকে বই অনুমোদিত এজেন্টদের মারফত বাজারে ছাড়ার কথা থাকলেও ৪র্থ শ্রেণীর একমাত্র বাংলা বই ছাড়া বোর্ড ইংরেজী ও অংক বই বাজারে ছাড়তে পারেনি। পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাবে পঞ্চম শ্রেণীর ১ টাকা ১৩ পয়সা দামের বাংলা বই বিক্রি হচ্ছে পাঁচ টাকায়।

এবার বইয়ের দাম বাড়ানোর ব্যাপারে বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত নেই। অথচ পুনর্মুদ্রণের পর নবম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বইয়ের দাম দুই টাকা ৭৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১১

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বই ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছে

(প্রথম পৃঃ পর)

টাকা ৩০ পয়সা ধার্য করা হয়েছে।

ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য বাংলা, ইংরেজী, অংক, বৌদ্ধ ধর্ম এবং খৃষ্টান ধর্ম এই পাঁচটি বইয়ের মধ্যে শুধুমাত্র বাংলা বই গত ১৫ই জানুয়ারী থেকে বিতরণ শুরু হয়েছে। মহানগরীর কোন এজেন্ট এখনো এ বই পাননি।

অন্যান্য বছরের মতোই ঢাকায় এবারও বোর্ডের বই নিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করেছে বিভিন্ন বইয়ের দোকান। তাদের কেউই বোর্ডের অনুমোদিত নয়। অথচ বোর্ডের প্রায় সব বইই তাদের দোকানে। নোট বইয়ের সেটসহ পাঠ্য বইয়ের সেট তারা বিক্রি করছে পাইকারী এবং খুচরো। তাদের নোট সেটের দাম পাঠ্য বইয়ের দামের চেয়ে বেশি। নোট বই খুচরো বিক্রিতে লাভ ২৫ ভাগের বেশি। পাইকারী হারে নোট বই বিক্রির লাভও প্রায় ১৫ ভাগের মতো।

শহরের এসব বই ব্যবসায়ীরা বই পাচ্ছে মফস্বলের এজেন্ট এবং শহরের এজেন্টদের কাছ থেকে। বাংলাবাজারে গতকাল বিকেলে একটি বইয়ের দোকানে বসে থাকার সময়ই নারায়ণগঞ্জের একজন এজেন্টকে তার বরাদ্দ বই বাংলা বাজারের একজন বইয়ের দোকানীর কাছে বিক্রি করতে দেখেছি।

মফস্বল এলাকার অন্য একজন এজেন্ট বলেছেন, এই বই বিক্রিতে শহরের এজেন্টের লাভ হাজার হাজার টাকা। তিনি জানান প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনার টাকায় বই বিক্রি করে গত বছর অনেক মফস্বল এজেন্ট দু'মাসের ব্যবসায়ে ৩০/৪০ হাজার টাকা লাভ করেছেন। মফস্বলে তাঁরা বই নেননি।

বাংলা বাজারের একজন অভিজ্ঞ বই ব্যবসায়ী ও প্রকাশক জানিয়েছেন, শহরের বই বিক্রির এজেন্টদের কমিশন ১৫ শতাংশ এবং মফস্বলের এজেন্টদের কমিশন ৩০ শতাংশ হবার ফলে বই মফস্বলে না নিয়েও একজন এজেন্ট সহজেই শহরে সেগুলো বিক্রি করে ২০ শতাংশ লাভ করতে পারে।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে মফস্বলের অনেক অসচ্ছল এজেন্টকে বই তোলার ব্যাপারে মহানগরীর বই ব্যবসায়ীরা আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করে। এর বিনিময়ে তারা বই পায়। এসব বই এবং শহরের এজেন্টদের বই সবই পরে যায় বোর্ডের অননুমোদিত বই ব্যবসায়ীদের কাছে। তারা নোটবই ছাড়া কোন বই বিক্রি করে না। ত্রুটিপূর্ণ বিতরণ পদ্ধতির ফলেই এটি সম্ভব হচ্ছে।

বইয়ের এজেন্টদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে, পে-ইন স্লিপ, ডিসপাচ এবং বই ডেলিভারীর সময় বোর্ডের কর্মচারীদের 'খুশি' করতে হয়। এই 'খুশি' করার অংক ন্যূনতম দেড়শো টাকা।

সরকারী নিয়ম অনুযায়ী বোর্ডের যে কোন বইয়ের নোট প্রকাশ এবং বিক্রয় নিষিদ্ধ। কিন্তু মহানগরীর বইপাড়ার অন্তত ছটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ধরে বোর্ডের সব বইয়ের নোট নিয়মিত প্রকাশ করছে। এর মধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠানের নোট বইয়ের প্রচার ও কাটতি অধিক। অবৈধ এই প্রকাশনার মাধ্যমে তারা প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা আয় করছেন।

কোন ক্লাসের বইই পুরো সেট ছাড়া কেন বিক্রি করা যাবে না এ সম্পর্কে একজন এজেন্টকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব বলেছেন, বোর্ড যেহেতু আমাদের সেট হিসেবে বই বিক্রি করে সে কারণেই আমরা সেট ভেঙ্গে কোন বই বিক্রি করি না।

স্কুলের সেসন শুরু হলে গত কয়েক বছর ধরে প্রতিবারই বোর্ডের বই কেনা নিয়ে চলে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের দুর্ভোগ। বইয়ের দোকানে দিতে হয় লাইন। বই বাজারে বাড়ে টাউটদের দৌরাত্ম্য। ভুয়া এজেন্টদের আসে টু-পাইস। স্কুলের পড়াশোনা হয় বিঘ্নিত।

এ সম্পর্কে অভিজ্ঞমহলের অভিমত: পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে বোর্ডের আরো তৎপরতা বাঞ্ছ এবং বন্টন পদ্ধতির ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন। তারা মফস্বল এবং শহরের এজেন্টদের কমিশনের বিরাট পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে বলছেন, এতে কালোবাজারে বই বিক্রিতেই উৎসাহিত করা হচ্ছে। তারা এই কমিশনের হার পুনর্নির্ধারণ এবং আরো বেশি এজেন্ট নিয়োগ ও নোট বই প্রকাশনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার উপরে জোর দিয়েছেন। প্রতি বছর সেসন শুরু হবার আগেই যাতে বই এজেন্টদের হাতে পৌঁছে তার জন্যে যথাসময়ে বইয়ের মুদ্রণ কাজ সম্পন্নের ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন।